দিনাজপুরের ফুলবাড়ীর আমডুঙ্গি ঈমান উদ্দিন আলিম মাদরাসার মাঠে সপ্তাহে দু'দিন গবাদি পশুর হাট বসে। এত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ঐ মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের লেখাপড়াসহ শিক্ষার পরিবেশ। হাটের কারণে ওই দু'দিন শিক্ষার্থীদের দুপুরের আগেই মাদরাসা ত্যাগ করতে হয়।

সরেজমিনে গত বুধবার ওই হাটে দিয়ে দেখা যায়, গরু-ছাগল কেনাবেচা করতে ফুলবাড়িসহ বিভিন্ন উপজেলা থেকে ক্রেতা ও বিক্রেতারা গরু-ছাগল নিয়ে দুপুরের আগেই মাদরাসা মাঠে জড়ো হয়েছেন। ক্রেতা-বিক্রেতাসহ গরু-ছাগলের উপস্থিতির কারণে মাদরাসার শিক্ষার্থীরাও ক্লাস বন্ধ করে নিজ নিজ বাড়ি ফিরে গেছে দুপুরের আগেই।

জানা যায়, মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠার জন্য রাজারামপুর গ্রামের ঈমান উদ্দিন চৌধুরীর দানকৃত ৯৫ শতাংশ জমির ওপর ১৯৬৫ সালে গড়ে ওঠে আমডুঙ্গি ঈমান উদ্দিন আলিম মাদরাসার। মাদরাসার মাঠ স্বল্পতার কারণে ঈমান উদ্দিন চৌধুরীর ৮ সন্তান ১৯৭৯ আরো ৯৫ শতাংশ জমি দান করেন মাদরাসার নামে। পুরো জমি মাদরাসার দখলে থাকলেও সাত বছর আগে স্থানীয় ভূমি অফিস মাদরাসার ৯০ শতাংশ জমি হাট চাঁন্দিনার নামে নথিভূক্ত করে দিয়ে হাট বসানোর পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

মাদ্রাসাটির অধ্যক্ষ মাওলানা মো. জালাল উদ্দিন বলেন, বর্তমানে মাদরাসাটিতে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অধ্যায়ন করছে। ছাত্রছাত্রী বেশি হওয়ার কারণে সকাল-বিকেল দুই শিফ্টে ক্লাস-পরীক্ষা নিতে হয়। সপ্তাহে শনিবার ও বুধবার এই দুইদিন মাদরাসা মাঠে গরু-মহিষ-ছাগলের হাট বসানোর কারণে মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

হাটের দিন বেলা ১১টা থেকেই মাঠে গরু-মহিষ ও ছাগলে মাঠ ভরে যায়। বর্ষাকালে হাটের লোকজন তাদের গবাদি পশু নিয়ে মাদরাসার শ্রেণীকক্ষের বারান্দায় আশ্রয় নেয়। আবার অনেকে দরজা-জানালা বিহীন শ্রেণীকক্ষের ভেতরেও গরু-ছাগল নিয়ে ঢুকে পড়ে। এতে করে শ্রেণীকক্ষের চেয়ার, টেবিল ও ব্রেঞ্চ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি গরু-ছাগলের মলমূত্রের দুর্গন্ধে হাটের পরদিনও ক্লাস করা যায় না বলে ছাত্র-ছাত্রীদেরও উপস্থিতি কম হয়। পরীক্ষার সময় এ নিয়ে বড় বিপদে পড়তে হয়।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শমশের আলী মন্ডল বলেন, মাদরাসার মাঠে গরু-ছাগলের হাট লাগানো উচিত না। এতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়। বিষয়টি নিয়ে মাদরাসা অধ্যক্ষসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবদুস সালাম চৌধুরী বলেন, মাদরাসা মাঠ থেকে হাটটি সরিয়ে নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে।